

অধিকার রক্ষার লড়াইয়ে চাই শক্তিশালী বিকল্প



সাধারণ সম্পাদক, ডব্লু বি এম এস আর ইউ

বর্তমান দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে আমরা গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্পোরেটপন্থী ও জনবিরোধী নীতির ফলে দেশের শ্রমজীবী মানুষ, সাধারণ মধ্যবিত্ত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উপর এক সর্বাত্মক আক্রমণ নেমে এসেছে। শাসকশক্তি পরিকল্পিতভাবে দেশের অর্থনৈতিক

কাঠামোকে এমনভাবে রূপান্তরিত করছে, যেখানে রাষ্ট্রের ভূমিকা ক্রমশ কমে গিয়ে কর্পোরেট গোষ্ঠীর প্রভাব সর্বগ্রাসী হয়ে উঠছে। জাতীয় সম্পদ, সরকারি শিল্প, পরিকাঠামো ও প্রাকৃতিক সম্পদ একের পর এক বেসরকারিকরণের মাধ্যমে কর্পোরেটদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে এবং জনকল্যাণমূলক ব্যয় সংকুচিত করে কর্পোরেটদের জন্য বিপুল ভর্তুকি ও প্রদানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

শ্রমজীবী মানুষের উপর এই আক্রমণের সবচেয়ে সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটেছে নতুন শ্রম কোড প্রণয়নের মাধ্যমে, যেখানে দীর্ঘদিনের সংগ্রামের ফসল ২৯টি শ্রম আইন কার্যত বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। এই নতুন ব্যবস্থায় শ্রমিকদের চাকরির নিরাপত্তা কমেছে, কাজের সময় ও শর্তাবলীতে অনিশ্চয়তা বেড়েছে এবং নিয়োগকর্তাদের একতরফা ক্ষমতা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। একই সঙ্গে কর্মসংস্থানের সংকট দিনদিন প্রকট হয়ে উঠছে, শিক্ষিত যুবসমাজ বেকারত্বের চাপে দিশেহারা হয়ে পড়ছে এবং চুক্তিভিত্তিক ও অনিশ্চিত কর্মসংস্থানকে স্বাভাবিক করে তোলার চেষ্টা চলছে।

স্বাস্থ্য ও সামাজিক সুরক্ষার ক্ষেত্রেও একই চিত্র পরিলক্ষিত হচ্ছে। সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে ইচ্ছাকৃতভাবে দুর্বল করে বেসরকারি কর্পোরেট স্বাস্থ্যব্যবস্থার প্রসার ঘটানো হচ্ছে। ওষুধের মূল্যবৃদ্ধি, মান নিয়ন্ত্রণের অভাব এবং ন্যূনতম স্বাস্থ্য পরিষেবার অভাব সাধারণ মানুষের জন্য চিকিৎসাকে ক্রমশ দুস্পাপ্য করে তুলছে।

অন্যদিকে, জনগণের প্রকৃত অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা থেকে দৃষ্টি সরাতে শাসকশক্তি ধারাবাহিকভাবে সাম্প্রদায়িক বিভাজনের রাজনীতি উসকে দিচ্ছে। ধর্ম, জাতিপাত ও পরিচয়ের ভিত্তিতে মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা হচ্ছে, ভিন্নমত ও প্রতিবাদকে দমন করা হচ্ছে এবং যারা ঐক্য ও গণতন্ত্রের পক্ষে কথা বলছেন, তাদের দেশবিরোধী বলে চিহ্নিত করার প্রবণতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে শ্রেণিভিত্তিক ঐক্য গড়ে তোলা এবং শ্রমজীবী মানুষের সম্মিলিত সংগ্রামকে শক্তিশালী করা সময়ের দাবি।

পশ্চিমবঙ্গের মাটি ঐতিহাসিকভাবে শ্রমিক-কৃষক-জনতার সংগ্রামের উর্বর ক্ষেত্র। বারবার প্রমাণিত হয়েছে যে বামপন্থী শক্তিই মানুষের অধিকার রক্ষায় আপসহীনভাবে লড়াই করেছে এবং গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ মূল্যবোধকে সুরক্ষিত রেখেছে।

এই প্রেক্ষাপটে সংগঠনের প্রতিটি সদস্য ও তাদের পরিবারবর্গের প্রতি আমাদের আহ্বান আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে কর্পোরেট-কমিউনাল নীতির বিরুদ্ধে, শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থ রক্ষার লক্ষ্যে এবং গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে আপনারা সকলে বাম ও বাম সমর্থিত প্রার্থীদের জয়যুক্ত করুন। এই নির্বাচন শুধুমাত্র একটি সরকার পরিবর্তনের প্রশ্ন নয়; এটি আমাদের অধিকার, সম্মান, জীবনযাত্রা এবং আগামী প্রজন্মের ভবিষ্যৎ রক্ষার সংগ্রাম।

বর্তমান সংকটপূর্ণ পরিস্থিতিতে ১৮তম পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের দুর্নীতি, অপশাসন এবং জনবিরোধী নীতির ফলে সাধারণ মানুষ চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। অপরদিকে, প্রধান বিরোধী দল বিজেপি কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন থেকে শ্রমিকবিরোধী নীতি অনুসরণ করেছে। কেন্দ্রীয় সরকার বিদ্যমান শ্রম আইন বাতিল করে চারটি শ্রমকোড প্রবর্তনের মাধ্যমে কর্পোরেট স্বার্থকে প্রাধান্য দিচ্ছে।



সভাপতি, ডব্লু বি এম এস আর ইউ

তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি উভয় দলের জনস্বার্থবিরোধী নীতির প্রভাব সাধারণ মানুষের উপর পড়ছে। মেডিক্যাল ও সেলস্ রিপ্রেজেন্টেটিভরাও এই পরিস্থিতির শিকার। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির পাশাপাশি প্রয়োজনীয় ওষুধের দাম ক্রমাগত বাড়ছে, ফলে সাধারণ মানুষ সুলভ ও মানসম্মত চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। একই সঙ্গে, ধর্মের ভিত্তিতে মানুষের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টির অপচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে, যা মানুষের মৌলিক সমস্যাগুলি থেকে দৃষ্টি সরিয়ে দেওয়ার একটি কৌশল।

তাই একটি উন্নত ও ন্যায্যভিত্তিক সমাজ গড়ে তুলতে বর্তমান পরিস্থিতির পরিবর্তন অপরিহার্য—এই আবেদন আমরা সমস্ত মেডিক্যাল ও সেলস্ কর্মীসহ সাধারণ মানুষের কাছে রাখছি।



কোষাধ্যক্ষ, ডব্লু বি এম এস আর ইউ

আসন্ন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন আমাদের সামনে শুধু একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া নয়, বরং শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, নিরাপত্তা ও ভবিষ্যৎ রক্ষার এক গুরুত্বপূর্ণ লড়াই। এই নির্বাচনে আমাদের অবস্থান স্পষ্ট, সুসংগঠিত এবং লক্ষ্যনির্ভর হওয়া অত্যন্ত জরুরি।

আমাদের সংগঠন দীর্ঘদিন ধরে ওষুধ ও অন্যান্য শিল্পে কর্মরত শ্রমিক স্বার্থ, ন্যায় মজুরি, কাজের নিরাপত্তা এবং সামাজিক সুরক্ষার দাবিতে লড়াই করে চলেছে। কিন্তু বর্তমান সময়ে আমরা দেখছি Electoral Bond এর নামে ওষুধ কোম্পানির মালিকরা সরাসরি এই কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের হাত শক্ত করে চলেছে শ্রম বিরোধী নীতি গ্রহণ করার লক্ষ্যে, যারা একে অপরের পরিপূরক। বিক্রয়ের শর্ত পূরণ করতে না পারার কারণে বেশ কিছু তাজা প্রাণ আমরা হারিয়েছি। Digital System এর মাধ্যমে আমাদের কাজের পরিসর এবং সময় দুটিকেই নজরদারীতে রাখার প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে, তার সঙ্গে একজন মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ জানে না তার কাজের বিধিবদ্ধ নিয়মাবলী। এই পরিস্থিতিতে এমন একটি রাজনৈতিক বিকল্পকে শক্তিশালী করা প্রয়োজন, যারা শ্রমিক শ্রেণির পক্ষে ধারাবাহিকভাবে লড়াই করেছে এবং ভবিষ্যতেও করবে।

বাম ও বাম সমর্থিত শক্তিগুলি বরাবরই শ্রমজীবী মানুষের অধিকার রক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। তাদের নীতি ও কর্মসূচি আমাদের দাবি-দাওয়ার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। তাই এই নির্বাচনে WBMSRU-এর প্রত্যেক সদস্য, তাঁদের পরিবারবর্গ এবং সহানুভূতিশীল মানুষদের কাছে আমাদের আবেদন বাম ও বাম সমর্থিত প্রার্থীদের জয়যুক্ত করার লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসুন।



মুণাল পাঠক, সম্পাদক

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তত্ত্বাবধানে আইনী নৈরাজ্য

আমাদের রাজ্য এখন নৈরাজ্যের পীঠস্থান। কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে রাজপথের লড়াই-এ সবথেকে বাধা এই রাজ্যের সরকার। আমাদের সচল এবং নিরপেক্ষ আইনি ব্যবস্থায় পশ্চিমবঙ্গে ৯টা শ্রম ট্রাইব্যুনাল ও ২টি শ্রম আদালত বর্তমান। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে স্থায়ী বিচারকদের নিযুক্ত করা হচ্ছে না। যাঁরা আছেন, এক বছরের চুক্তিতে দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। কারণ আমাদের রাজ্যে সরকারি দপ্তরে কোন নিয়োগ নেই। শ্রম দপ্তর, PAR, Finance, মন্ত্রী মশাইয়ের সই এই সব লাল ফিতের ফাঁসে মাসের পর মাস কেটে যাচ্ছে। মালিকের বিরুদ্ধে আইনি লড়াই-এ বঞ্চিত বিচার প্রত্যাশী শ্রমিকরা। এ যেন চলচিত্রের “তারিখ পে তারিখ” - “তারিখ পে তারিখ” এই সংলাপ কে মনে করায়। সরকারের পক্ষ থেকে এই অবস্থার পরিবর্তন বা সুরাহা করার কোন সদিচ্ছা নেই। আসুন এই অব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটাই এবং শ্রমিক স্বার্থে পুনরায় দিকে দিকে বাম এবং বাম সমর্থিত প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়ী করে আগামী জয়গান গাই।



কৌশিক ব্যানার্জী, সম্পাদক

ওষুধ বিষয়ক : বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের ওষুধ নীতি সাধারণ

মানুষের জীবনকে করে তুলেছে আরো দুর্বিষহ। ইলেকট্রনিক্যাল বন্ডের আড়ালে ওষুধ কোম্পানিগুলোর সঙ্গে গোপন আঁতাতে ওষুধের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি ঘটানো হয়েছে আর রাজ্যের শাসক দলের সহযোগিতায় অসাধু ব্যবসায়ীরা ভেজাল ও নিম্নমানের ওষুধের অবাধ বিস্তার করে চলেছে। ফল ভুগছে সাধারণ মানুষ। ভেজাল ওষুধ খেয়ে মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত হচ্ছে। এই জনবিরোধী, কর্পোরেটমুখী নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হোন। সুলভ মূল্যে, নিরাপদ ও মানসম্মত ওষুধের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে সামিল হোন। আগামী বিধানসভা নির্বাচনে বামপন্থী প্রার্থীদের জয়যুক্ত করে মানুষের সরকার প্রতিষ্ঠা করুন।

ওষুধ ও অন্যান্য শিল্পের বিপন্ন কর্মীদের জন্য ন্যূনতম বেতন ঘোষণা এবং আমাদের প্রতিবাদ

ভারতবর্ষের ১১টি রাজ্যে বিপন্ন কর্মীদের জন্য ন্যূনতম বেতন কাজের সময়সীমাসহ ঘোষিত হলেও আমাদের রাজ্যে সময়সীমা বিহীন ন্যূনতম মজুরী ঘোষিত হয়েছে যা এক কথায় অসম্পূর্ণ। আমরা নিয়মিত ভাবে দাবিগুলি নিয়ে সরকারের কাছে আর্জি জানাচ্ছি। কিন্তু ওষুধ কোম্পানিগুলোর মালিক পক্ষের সংগঠনের চাপে রাজ্য সরকার বারংবার আশ্বাস স্বত্তেও নানা অজুহাতে বিষয়টি এড়িয়ে গেছে। ইতিমধ্যে ৪ বার শ্রম মন্ত্রী পরিবর্তিত হয়েছেন। এবার এই সরকারের পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন। আগামী বিধানসভা নির্বাচনে চাই শ্রমিকের বন্ধু সরকার— চাই বাম গণতান্ত্রিক ধর্ম নিরপেক্ষ সরকার। যারা আগামী দিনে আমাদের লড়াই কে মান্যতা দিয়ে নীতি নির্ধারণ করবেন।।



দেবরত মজুমদার, সহ-সভাপতি

মহিলা : ২০১১ সালে রাজ্যে তৃণমূল সরকারের শাসন

প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে পশ্চিমবঙ্গে মহিলাদের উপর নির্যাতন ও আক্রমণ অপরিমিত মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে। বিগত ১৫ বছরে পার্কেস্ট্রিটের ঘটনা থেকে আরম্ভ করে রাজ্য ২০২৪ সালে দেখেছে আর.জি.করের অভয়াবল মৃত্যু, ছোট্ট মেয়ে তামান্নার মৃত্যু। বিকশিত ভারতে প্রতি ১৫ মিনিটে একটি করে ধর্ষণ হচ্ছে। উল্লাও, হাথরাস তার উদাহরণ। এরাই আবার শ্লোগান দিচ্ছে “বেটি বাচাও”। কর্মক্ষেত্রেও মহিলাদের উপর যৌন হেনস্থার ঘটনা উত্তরতর বেড়ে চলছে। আমরা মনুবাদী পুরুষতান্ত্রিক সমাজ চাই না। কল্পনা চাওলা, সুনিতা উইলিয়ামসদের যুগে আমরা মহিলারা সামাজিক ভাতা প্রকল্পের পাশাপাশি চাই আত্মসম্মান, আত্মমর্যাদা নিয়ে এগিয়ে যেতে। মহিলারা অর্ধেক আকাশ—এই ভাষ্যের বাস্তব সম্মত সামাজিক প্রয়োগের দাবীতে আমাদের লড়াই। এই পরিস্থিতিতে সমাজের বুকে মহিলাদের অধিকার অক্ষুণ্ণ রেখে, কর্মক্ষেত্রে মাথা উঁচু করে কাজ করার প্রশ্নে ২০২৬-র বিধানসভা নির্বাচন আমাদের সামনে এক নতুন চ্যালেঞ্জ। তাই আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিটি মহিলাকে সচেতন হতে হবে। যারা সর্বদা মানুষের অধিকার, সামাজিক সুরক্ষা ও কর্মসংস্থানের প্রশ্নে লড়াই আন্দোলনে সামিল রয়েছেন সেই প্রগতিশীল বামপন্থী ধর্মনিরপেক্ষ প্রার্থীদের সর্বত্র এই ভোটে জয়ী করতে হবে।



তপস্বী নন্দী, সম্পাদিকা

অন্যান্য শিল্পের ফিল্ডকর্মীদের পরিবারের সদস্যদের কাছে আবেদন



পার্বা ব্যানার্জী, সহ-সভাপতি

চূড়ান্ত বেকারত্বের যুগে লক্ষ লক্ষ মানুষ অন্যান্য শিল্পে বিক্রির পেশায় যুক্ত। তাদের অধিকাংশের না আছে নিয়োগপত্র না আছে আইনি সুযোগ সুবিধা। ইচ্ছে হলে চাকরিতে বহাল করো, পছন্দ না হলে ছাঁটাই। স্থায়ী চাকরির বদলে অধিকাংশ নিয়োগ হচ্ছে চুক্তি ভিত্তিক। এই শ্রমিকটির জন্য আছে শুধুই অনিশ্চয়তা। ৮ ঘণ্টার পরিবর্তে ১২ ঘণ্টা কাজ স্বীকৃত হতে চলেছে শ্রমকোডের মাধ্যমে। কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষিত শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরি সারামাস কাজ করার পরে ৪৬২৮ টাকা। এদের জন্য আমাদের লড়াই জারি রয়েছে। এই সব শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মজুরি ও ৮ ঘণ্টার কাজ আদায়, মালিকপক্ষের অমানবিক শোষণ থেকে মুক্তি দেওয়া আমাদের আশু লক্ষ্য। কেন্দ্র ও রাজ্যের দুই দলের কর্পোরেট বান্ধব শাসক দলের শ্রমিক শোষণের নীতির বিরুদ্ধে শানিত হোক আমাদের ভোটচিকার। ভোট দিন বাঁচতে। জয়ী করুন মেহনতী ফিল্ডকর্মীদের স্বার্থবাহী বাম-গণতান্ত্রিক-ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিকে।

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে সেলস প্রমোশন কর্মীরা কেন ভোট দেবেন বামপন্থী প্রার্থীদের

১৯৭২-১৯৭৭ এর আধা ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাসের দিন পেরিয়ে ১৯৭৭ সালে নতুন সূর্যের উদয় হয় বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। নতুন সরকারের হাত ধরে পশ্চিম বঙ্গের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক মানের অভূতপূর্ব উন্নয়ন ঘটে। আমূল ভূমিসংস্কার, ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রামে শহরে উভয় ক্ষেত্রে ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। অবৈতনিক শিক্ষা ও বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবার লাভের সুচনা হয়েছিল। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ও কৃষিজ উৎপাদনে গোটা দেশে আমাদের রাজ্য উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করেছিল বামফ্রন্ট আমলে। শ্রমিকের শ্রমের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছিল একদিকে, অপরদিকে শ্রমের ও আন্দোলনের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। দীর্ঘদিন অবহেলিত সেলস প্রমোশন কর্মীরা শিল্প বিরোধ আইনের “২ এস ধারার সংশোধনী” এর মাধ্যমে “ওয়ার্কমেন”-এর স্বীকৃতি লাভ করেন।



সাধারণ সম্পাদক, এক এম আর এ আই

কিন্তু বিগত ১৫ বছরের চিত্রটা সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী। অবকাঠামোর উন্নয়ন সীমাবদ্ধ থেকেছে বাহ্যিক সাজ সজ্জায়। হাসপাতাল আছে কিন্তু নেই চিকিৎসার কোন বন্দোবস্ত। বিনামূল্যের ওষুধের বদলে চালু হয় ফেয়ার প্রাইস দোকানের নামে সরকারী মদতপুষ্ট মুনাফাধারীর চক্র। উপরন্তু হাসপাতালে সেলস প্রমোশন কর্মীদের কাজের জায়গা ক্রমাগত সঙ্কুচিত হচ্ছে। ভেজাল ওষুধের কারবার আমাদের রাজ্যে ভয়ঙ্কর রূপ নিয়েছে। প্রতিবাদে প্রতিরোধের প্রথম সারিতে আমরা। তাই আমাদের লক্ষ্য বস্তুতে রূপান্তরিত করা হচ্ছে। অথচ পূর্ববর্তী সরকারের আমলে আমাদের এমন অবস্থার মুখোমুখি হতে হয়নি কখনো। এতে একদিকে আমাদের পেশার সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হচ্ছে অন্যদিকে আমাদের হতে হচ্ছে বিনা অপরাধে হয়রানির শিকার। কর্মক্ষেত্রে ও সামাজিক ক্ষেত্রে মহিলাদের একসময় নিরাপত্তা আজ আর নেই, মহিলাদের ওপর নৃশংস আক্রমণের ঘটনা ক্রমাগত বাড়ছে। অপরাধ প্রবনতা, দুর্নীতি আজ প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিয়েছে। আমাদের রাজ্যে আইন শৃঙ্খলার চূড়ান্ত অবনতি ঘটেছে।

সেলস প্রমোশন কর্মীদের বহু লড়াই সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে অর্জিত শিল্প ভিত্তিক আইন SPE Act ১৯৭৬ কে বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে শ্রম কোডের মধ্যে দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের এই শ্রমিক বিরোধী অবস্থানের পরিবর্তন শুধু মাঠে ময়দানের লড়াইয়ের মাধ্যমে সম্ভব নয়, এ লড়াই আইনসভার অভ্যন্তরেও করা জরুরি। আইনসভার লড়াইকে শক্তিশালী করতে বামপন্থী বিধায়ক ও সাংসদদের বেশী বেশী সংখ্যায় আইনসভার অভ্যন্তরে উপস্থিতি অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে। সেলস প্রমোশন কর্মীদের সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত -এ প্রসঙ্গে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সবশেষে স্পষ্টভাবে বলা যায় শ্রমিকবান্ধব নীতি, গণতান্ত্রিক পরিসর এবং প্রশাসনিক সদিচ্ছা ছাড়া এই পরিস্থিতির পরিবর্তন সম্ভব নয়। আজ তাই প্রয়োজন সেই দৃষ্টিভঙ্গির পুনঃপ্রতিষ্ঠা নইলে এই অবনমন রোখা যাবেনা।